ধর্ষিতা

জয়দীপ সরকার

বিধবস্ত একদলা মাংসপিন্ডকে ঘিরে ওরা নাচছে। ওরা মোট তিনজন। উদোম নাচতে নাচতে গলায় বাংলা ঢালছে। ঢালতে ঢালতে কাৎ হয়ে পড়ছে মাংসপিন্ডের দিকে। এখনও প্রাণ আছে বোধ হয়। দলা হওয়া, গুটিয়ে যাওয়া মাংসপিন্ডমৃদু শ্বাস নিচ্ছে। ওরা মা বোন তুলে নিজেদের মধ্যে মুখ খিস্তি করছে - শালা, বাঞ্চোত ....। 'গলায় ঢালছে, মাংসপিন্ডের গায়ে ঢালছে ঝাঁঝালো বাংলা। একটা ছেঁড়া চটের ওপর পড়ে আছে আধময়লা জামা-কাপড়। জায়গাটা নির্জন, ততোধিক রোমাঞ্চকর গায়ে কাঁটা দেওয়া নীরবতা। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বড় বড় ঘাস, চারিদিকে অগভীর জঙ্গল। মাংসপিন্ডের তিনদিকে তিনজন। আঙ্গুল চালিয়ে মাঝে মধ্যে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। বাংলার গন্ধে, উত্তেজক আঙ্গুলের ছোঁয়ায় মাংসের দলাটা নড়ে উঠছে। তার মানে এখনও প্রাণ আছে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে মাংসপিন্ডের গায়ে দুটো চোখ নজরে আসবে। প্রাণহীন, নিস্তেজ দুটো পটল চেঁরা চোখ। ওরা বসে পড়ছে। ওরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, ওরা এ ওর শরীরে ঢলাঢলি করছে। খবরের কাগজে জড়ানো আছে আরো বাংলা। নেশায় কেউ বুঁদ হচ্ছে না, আনন্দে হাততালি দিচ্ছে- শরীর বেঁকিয়ে নড়িয়ে ভীষণ মজা করছে। মাংসপিন্ডটা ওদিক থেকে সরে এখন জলা জায়গাটার পাশে এসে পড়েছে। ওরা পিছ্লে পিছ্লে পড়ে যাচ্চে। গলায় বাংলা ঢালছে। হাত ধরা ধরি করে মাংসপিন্ডটাকে টেনে এপাশে নিয়ে আসছে। এখনও মৃদু শ্বাস নিচ্ছে। চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে। এই জায়গাটা ওদের পরিচিত। আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে, নেচেছে, দৃপ্ত পৌষে ভেজা মাটিতে রক্তের দাগ লেগেছে। শেষবার বড্ড বেগ পেয়েছে। ওদের এখন নেশা হচ্ছে। নরম মাংসপিন্ডের শরীর ছুঁয়ে এলোপাথারি পড়ে রয়েছে স্যাঁতসেঁতে রক্তিম জমিতে। ওরা কারা কেউ জানে না। ঝাউরোডের নিঝুম দুপুরে যখন লাফিয়ে পড়েছিল বেগুনী কাপড় জড়ানো মাংসপিন্ডের ওপর তখন ওরা কেউ বাংলায় কথা বলেছিল, হিন্দীতে কথা বলেছিল। পকেট থেকে ক্লোরোফর্মের শিশি ছিটকে বেড়িয়ে এসেছিল। তারপর গামছার মাপের মাল, পথের পাশে অবিন্যস্ত চটি, ধবস্তাধবস্তি, কাদা জল, লম্বা লম্বা ঘাস, বাংলা মদ। ওরা ক্লান্ত। তিনজন পরপর একাধিকবার। তারপর হয়ত বা জীবনানন্দ - 'চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে'। টেবিল নেই। মাংসপিন্ড আছে, তিনটে পশু আছে জন্ম পোশাকে, খালি শিশি আছে, প্রাণ আছে এখনও ! আশ্চর্য, পরম বিস্ময়।

অপর্ণার জ্ঞান ফেরেনি এখনও। ঊনসত্তর ঘন্টা হয়ে গেল। করিডোরে জনমিছিল, শুভাকাঙ্খী আত্মীয়, পাড়ার দায়িত্বশীল জননেতা, সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, দিল্লী দূরদর্শনের বার্তা বিভাগ। ডাক্তাররা তটস্থ। বোর্ড বসেছে। নামী দামী ওষুধ আসছে ইলেকট্রনের গতিতে। অপর্ণা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। সম্ভাবনাময়। পাঁচ ফুট দেড় ইঞ্চি। গায়ের রং মানুষের মতো। গান জানে না, সাঁতার জানে না,কোনো কোয়ালিটি নেই। বাবা গত মাসে বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। শরীরি বিভঙ্গে মুগ্ধ হয়েছিল এগারো জন ট্যালেন্টেড পুষ। অপর্ণার ডান হাতটা ইঞ্জেকশনের সূঁচের খোঁচায় ফুলে উঠেছে। স্যালাইন চলছে। বি-পজিটিভ রক্ত চলছে। বাহাত্তর ঘন্টা ডেঞ্জার পিরিয়ড। খাটের তিনদিকে সবুজ পর্দা ঝুলছে। ঝুঁকে দেখার সুযোগ নেই। অপর্ণার বাবা চা খেতে গেলেন। ভদ্রলোক বেঁটে, সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু মতো। ভীষণ কম কথা বলেন। ভীষণ কম কাঁদেন। ঘন ঘন চশমার ফ্রেম সরিয়ে দুটো চোখ কচ্লে নেন। একমাত্র মেয়ে। মধ্যবিত্ত সাধ আছে। বাপ মেয়ের মধ্যে তীব্র

টান। কখনও কখনও বাড়াবাড়ি। অপর্ণা একা একাই শুয়ে আছে । ঊনসত্তর ঘন্টার নিরিবিলি বিশ্রাম। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কেউ জানে না। অজ্ঞান অবস্থা চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৃত্যু অবস্থারই সামিল। সমস্তটাই অনুমান করে নিতে হয়। তা নির্ভুল নাও হতে পারে। প্রাথমিকভাবে অনেক রক্ত দরকার। তাছাড়াও জলা জমির ঠাণ্ডায় নিমুনিয়াও হয়েছে ধরে নেওয়া যাক্। বেঁচে উঠলেও জীবনটা ঠিক কেমন হবে অপর্ণার সে প্রশ্ন এখন অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পলেস্তারা খসা সিমেন্টের থামে হেলান দিয়ে সেই কথাই ভাবছে ওর নিবিড় বন্ধু সমীরণ। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা কাকে বলে তা জানে না সমীরণ। তবে মাঝে মধ্যেই যে এমন স্বপ্ন দেখত তা অপর্ণার কানে কানে বলেছিল কয়েকবার। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হল। সহস্রলোকের ভিড়ে সাংবাদিকের ব্যস্ততা আড়চোখে দেখছিল সাত বছরের ঋজু। বিপদের গন্ধ লাগার মতো প্রবীণ নাক তার নয়। দিদির অসুস্থতাটা অনুমান করতে পারে এমন বিচক্ষণ ও নয়। ওর নজর সমীরণদার মুখের দিকে। এমন টিপ্‌টিপ্ মানুষকে এতোটা অবিন্যস্ত দেখতে অভ্যস্ত নয় ওর নিষ্পাপ দৃষ্টি। সবার একটাই প্রশ্ন। একই উৎসুক্য। যারা চেনে না, যারা জানে না, যাদের দরকার নেই তারাও। গায়ে ল্যাভেন্ডার সাবানের গন্ধ-শরীরে মভূমীর সাপের দ্রুততা। সম্ভবত এরাই দেখছে অপর্ণাকে। সঙ্গের দুজন ততোধিক ব্যস্ত। আঙ্গুলের ঈশারায় সমীরণকে ডাকল। অপর্ণার বাবা এখনও চায়ের গ্লাসে ছায়া দেখছেন। ছায়ার সাথে কানাঘুঁসো নোংরা খবর। এরপর খবরের কাগজ, আদালতের হাজিরা, পুলিশী যন্ত্রণা। এর থেকে মরে গেলে কেমন হয়? কি যায় আসে কারোর থাকা না থাকায়। এভাবে যন্ত্রণার সং মেখে, আপনারজন। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থেঁতলে গেছে। ভারী পাথরের আঘাত। হয়ত বা একাধিক পশুর বিষাক্ত, ধারালো দাঁতের আক্রমণ। এরপর জেরা হবে, আপত্তিকর প্রশ্ন হবে- ঘন ঘন আলো জ্বলবে ক্যামেরার। এইসময় নিচু স্বরে হতে পারে জীবনানন্দ -

‘এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি? রক্ত ফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার, কোনো দিন জাগিবে না আর।’ তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ছিট্‌কে বেরোতে চায় থক্‌থকে বমি। শরীরে পশুর গন্ধ, পুঁজ রক্তে ভারী হয় ঊরু, মালাইচাকী। সমীরণ এগিয়ে গেলো। পেছন পেছন ঋজু। বিছানার চারিদিকে থিক্‌থিক্ করছে অপরিচিত মুখ। অপর্ণার বাবা ছায়া দেখছে, অপর্ণার মা ভাবছে, সমীরণ চাইছে- কখনও কখনও মৃত্যু আশীর্বাদ। কোনো প্রশ্নের উত্তর করছে না। নিষ্পলক চেয়ে আছে অপর্ণা, জ্ঞান আছে, স্মৃতি আছে। চোখ বুজে কম্বলটা টেনে নেয়। শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে একদলা মাংসপিন্ডের মতো ভরে দেয় কম্বলের খোলে। সবাই চলে যায় ডাক্তারের নির্দেশে। শুধু তিনজন তিনদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। মা, বাবা আর সমীরণ। ওরা কারা? কেউ জানে না। অপর্ণা জানে, কাউকে বলে না।।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com